



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে বসন্ত উৎসব উদ্বোধন করছেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি : প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির জিইসি মোডস্ট ক্যাম্পাসে সমাজতন্ত্র ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল সকাল ১০টায় বসন্ত উৎসব উদ্বোধন করেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা। এসময় উপস্থিত ছিলেন কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহিম, সমাজতন্ত্র ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগের কো-অর্ডিনেটর ড. সাদিকা সুলতানা চৌধুরী, প্রভাষক তানিয়াহ মাহমুদা তিন্নি ও অর্পা পাল। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ও ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মঞ্জুর-উল-আমিন চৌধুরী। উদ্বোধনী বক্তব্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা সকলকে বসন্তের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ফাল্গুন আমাদের গৌরবের ভাষার মাস। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা অঞ্চলে বসন্ত উৎসব পালন করার রীতি রয়েছে। ১৯০৭ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে বসন্ত উৎসব পালন করা শুরু করেন। বঙ্গাব্দ ১৪০১ থেকে বাংলাদেশে বসন্ত উৎসব উদযাপন করা হচ্ছে। বসন্ত উৎসবে প্রদর্শিত হয় পিঠা, গহনা ও বৃক্ষচারা। পিঠার মধ্যে ছিল নকশি পিঠা, সাজ পিঠা, পাকন পিঠা, চায়না গ্রাম পুডিং, আতিক্বা পিঠা, কলা পিঠা, বড়া, মধুভাত, দুধপুলি, বিনুক পিঠা, বাল ফুল পিঠা, ছাচ পিঠা, ফুলকপির পাকোড়া ও দধচিতই।



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে বসন্ত উৎসবের উদ্বোধন করছেন উপ উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে বসন্ত উৎসব উদ্বোধিত

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির জিইসি মোড়স্থ ক্যাম্পাসে সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে বসন্ত উৎসব-১৪২৯ আয়োজন করা হয়েছে।

গতকাল ১৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় বসন্ত উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা। এসময় উপস্থিত ছিলেন কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহিম, সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগের কো-অর্ডিনেটর ড. সাদিকা সুলতানা চৌধুরী, প্রভাষক তানিয়াহ্ মাহমুদা তিন্নি ও অর্পা পাল। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন চবি সিনেট সদস্য ও ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মঞ্জুর-উল-আমিন চৌধুরী।

উদ্বোধনী বক্তব্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা সকলকে বসন্তের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ফাল্গুন আমাদের গৌরবের ভাষার মাস। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা অঞ্চলে বসন্ত উৎসব পালন করার রীতি রয়েছে।

বঙ্গাব্দ ১৪০১ থেকে বাংলাদেশে বসন্ত উৎসব উদযাপন করা হচ্ছে। কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম বলেন, আমাদের আচার-আচরণ যেন প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং প্রকৃতিকে যেন আমরা সম্মান করি। বসন্তের ছোঁয়ায় আমরাও নতুন উদ্যমে যেন জেগে উঠি। বসন্ত উৎসবে পিঠা, গহনা ও বৃক্ষচারা প্রদর্শনী ছিল। খেল-ধুলা, গান ও নৃত্যের আয়োজনের পরে বসন্ত উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।-বিজ্ঞপ্তি

বুধবার

চট্টগ্রাম

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

২ ফাল্গুন ১৪২৩

২৩ রজন ১৪৪৪

বর্ষ-১১, সংখ্যা-৬৫

দৈনিক
পূর্বদেশ
Dainik Purbodesh

পার্কভিউ হাসপিটাল লিমিটেড
৯৪/১০৩, কাতলাপাড়া রোড, পটিয়া, চট্টগ্রাম

২৪/৭ চারু টেলিফোন ও মোবাইল নাম্বার সমূহ

৩৬৬৭ টেলিফোন নাম্বার
০২-৩৩৪৪৫৫০৭১-৬
০২-৩৩৪৪৫১৯০১-৬

৩৬৬৭ মোবাইল নাম্বার
০১৯৭৬-০২২১১১
০১৯৭৬-০২২৩৩৩

Info@pvc.com.bd | pvcnews@pvc.com.bd | pvcnews.com.bd

www.dailypurbodesh.com

প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ মাস্টার নজির আহমদ

৮ পৃষ্ঠা | ৭ টাকা



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে উৎসব উদ্বোধন করছেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি
প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির জিইসি
মোডেল ক্যাম্পাসে সমাজতন্ত্র ও
টেকসই উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে
বসন্ত উৎসব আয়োজন করা হয়েছে।
গতকাল বসন্ত উৎসবের উদ্বোধন
করেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-
উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম
সুলতানা। এসময় উপস্থিত ছিলেন
কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন
প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম,
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শেখ মুহাম্মদ
ইব্রাহিম, সমাজতন্ত্র ও টেকসই উন্নয়ন
বিভাগের কো-অর্ডিনেটর ড. সাদিকা
সুলতানা চৌধুরী, প্রভাষক তানিয়াহ
মাহমুদা তিন্দি ও অর্পা পাল, চট্টগ্রাম
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ও
ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মঞ্জুর-উল-
আমিন চৌধুরী।

Ref: Daily Purbodesh, Date: 15 February 2023, Page: 3, Col: 6

<https://epurbodesh.com/edition/441/১৫-ফেব্রুয়ারি-২০২৩/page/3>



মহাকাশে প্রথম নারী নভোচারী
পাঠাচ্ছে সৌদি আরব



উন্নত মানুষ গড়তে চাই
সংস্কৃতিচর্চা : মেয়র



আর্জেন্টিনার সঙ্গে চার বছরের
চুক্তিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ



‘ভালোবাসতে শিখলেই বেদনার ছায়া সরে যায়’
মৌহীত উল আলম আর নতুন নতুন সিনেমায় অভিনয়
দিয়ে ক্রমেই আরো দূরগম হয়ে উঠছেন জয়া আহসান।

বিজ্ঞপ্তি • পৃষ্ঠা ৬



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে বসন্ত উৎসব উদ্বোধন করছেন অতিথিবৃন্দ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে বসন্ত উৎসব ‘ফাগুন আমাদের গৌরবের’

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির জিএস মোড়ের ক্যাম্পাসে সমাজতন্ত্র ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে বসন্ত উৎসব আয়োজন করা হয়েছে।

১৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় বসন্ত উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা। এসময় উপস্থিত ছিলেন কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহিম, সমাজতন্ত্র ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগের কো-অর্ডিনেটর ড. সাদিকা সুলতানা চৌধুরী, প্রভাষক তানিয়াহ্‌ মাহমুদা তিন্নি ও অর্পা পাল। আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ও ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মঞ্জুর-উল-আমিন চৌধুরী।

উদ্বোধনকালে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, ফাগুন আমাদের গৌরবের ভাষার মাস। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা অঞ্চলে বসন্ত উৎসব পালন করার রীতি রয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে বসন্ত উৎসব পালন করা শুরু করেন। বঙ্গাব্দ ১৪০১ থেকে বাংলাদেশে বসন্ত উৎসব উদযাপন করা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রকৃতি হলো একাধারে উপশমকারী ও অনুপ্রেরণার উৎস। নিজেদের কষ্টগুলোকে এবং মনের কালো ও দীনতাকে আমরা

যেন ফাগুনের রঙে রাঙিয়ে তুলে দূর করতে পারি। তিনি আরও বলেন, বসন্ত উদযাপনের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান হলো পিঠাপুলি উৎসব। এর মাধ্যমে আমরা ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে পারি, একই সঙ্গে স্মরণ করতে পারি আমাদের পূর্বপুরুষের সংস্কৃতি।

ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রকৃতি সংরক্ষণেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। আসলে প্রকৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি। আজকের উৎসব শিক্ষার্থীদের বৃক্ষ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করতে সহায়তা করবে এবং সংবেদনশীল হতে শেখাবে।

কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম বলেন, আমাদের আচার-আচরণ যেন প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং প্রকৃতিকে যেন আমরা সম্মান করি। বসন্তের ছোঁয়ায় আমরাও নতুন উদ্যমে যেন জেগে উঠি। বসন্ত উৎসবে পিঠা, গহনা ও বৃক্ষচারা প্রদর্শনী ছিল। পিঠা প্রদর্শনীতে ছিল নকশি পিঠা, সাজ পিঠা, পাকন পিঠা, চায়না গ্রাম পুডিং, আতিষ্ঠা পিঠা, কলা পিঠা, বড়া, মধুভাত, দুধপুলি, বিনুক পিঠা, বাল ফুল পিঠা, ছাচ পিঠা, ফলকপির পাকোড়া ও দুধচিতই। চারা প্রদর্শনীতে ছিল বিভিন্ন ধরনের সাকুল্যান্ট। শেষে খেলাধুলা, গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি